দৈনিক ইত্তেফাক 3

তারিখ 28 DEC 1991
পৃষ্ঠা... ১ কঃ... ১

কলেজ-ভার্সিটিতে ছাত্রসংখ্যা চাহিদার তুলনায় বেশী

ইত্তেফাক রিপোর্ট।। অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি উহার প্রথম সম্মেলনে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদাও আশাপ্রদ নয়। কিন্তু দেশে কলেজ ও ভার্সিটি শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে চাহিদার তুলনায় বেশী। গত ১৫ বৎসরে কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৭৪ ও ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাধীনতার পর উচ্চ শিক্ষিত লোকের চাহিদা ছিল প্রচুর, বর্তমানে চাহিদা কম। তথাপি সামাজিক মর্যাদা ও 'বিলাসিতা'র জন্য সাধারণ উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ প্রবল। ১৯৭২-এ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল ৪৫ কোটি টাকা। (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

কলেজ-ভার্সিটিতে

(১ম পৃঃ পর)

চলতি অর্থ বৎসরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ১২৫৫ কোটি টাকা। রাজস্ব বাজেটের ২১ হইতে ১৫ শতাংশ বাংলাদেশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করিলেও জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ২ শতাংশ এখাতে আসে। শিক্ষাবাজেটের ৫০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষায়, ২০ ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষায়, ৭ ভাগ মাদ্রাসা শিক্ষায় ১০ ভাগ কলেজ শিক্ষায় ও ৮ ভাগ ভার্সিটি শিক্ষায় ব্যয় হইতেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি উহার জাতীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্যে দেখাইয়াছে যে, প্রাথমিক শিক্ষায় বিপুল বরাদ্দ ও উচ্চশিক্ষায় অহেতুক ব্যয় প্রচুর সম্পদের অপচয় ঘটায়।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ১৮ ভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষার ৯৭ ভাগ, কলেজ শিক্ষার ৭৭ ভাগ এখনও বেসরকারী। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান স্বভাবতই খুব নীচু। একটি সরকারী কলেজে সরকারের রাজস্ব ব্যয় পড়ে ৩৩ লক্ষ টাকা, বেসরকারী কলেজে সরকারী ব্যয় ৮ লক্ষ টাকা। দক্ষিণ এশিয়ায় ছাত্র শিক্ষক অনুপাত বাংলাদেশে সবচাইতে শোচনীয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক কলেজ ও ভার্সিটি স্তরে, ১জন শিক্ষক পিছু এদেশে ছাত্র সংখ্যা ৫৮, ২৮, ৩৭ ও ১২। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ ভারসাম্যহীন হইয়া পড়ায় মানবসম্পদ উন্নয়নও লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িতেছে।

নির্বাহী পরিষদ গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ এটিএম জহুরুল হককে সভাপতি করিয়া বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি উহার প্রথম সম্মেলনে ২৯ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নাইম)-এ অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী [illegible] উদ্দিন সরকার; বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ শামসুল হক।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কনকোডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ মইনুল আহসান। মানবসম্পদ উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট নিরসন, কলেজ পর্যায়ে অর্থনীতি শিক্ষা এবং বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রশ্নে সম্মেলনে ৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

অধ্যাপক সরদার সৈয়দ আহমদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। কর্মকর্তা পদে ও সদস্য পদে আছেন প্রফেসর ডঃ মোজাফ্ফর আহমদ, প্রফেসর শামসুদ্দিন আহমদ, ডঃ এ এফএম মফিজুল ইসলাম, ডঃ আবদুল জলিল, অধ্যাপিকা নুরজাহান বেগম, ডঃ আবুল বরকত, ডঃ রেজাউল করিম, চিত্তরঞ্জন দাস, নরোত্তম রায় প্রমুখ।